আমরা নিরপেক্ষ নই, মানুষ ও সমাজের পক্ষে

আনন্দ বাংলা

১৫ ফাল্গুন, ১৪২৮ সোমবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

মতামত

সড়ক দুর্ঘটনায় চাই গতি নিয়ন্ত্রণ

সারা বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা মহামারী রূপ নিয়েছে। বলা চলে এটি একটি জাতীয় দুর্যোগ। মানুষ মারা যাচ্ছে কেবল তা নয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারগুলোতেও চলে শোকের মাতম। স্বজন হারিয়ে বাকরুদ্ধ হয় তারা। প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে বহু মানুষ। আহত হচ্ছে হাজারে হাজার।

মহাসড়কে শ্লথগতির যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ডিভাইডার বসানো হয়েছে। মহাসড়কের অনেক বাঁক সোজা করা হয়েছে কিন্তু কোনোভাবেই সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন আইনও হয়েছে। কিন্তু তার পরও বন্ধ হয়নি সড়ক দুর্ঘটনা। কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার মালুমঘাট এলাকায় গত ৮ ফেব্রুয়ারি রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপ ভ্যানচাপায় একই পরিবারের পাঁচ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয়রা বলছে, পিকআপ ভ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় এই দুর্ঘটনার মূল কারণ। নানা ব্যবস্থা নেওয়ার পরও সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে দেশজুড়ে। আমাদের দেশে চালকদের বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা। তাঁদের অনেকেই আধুনিক সড়ক নির্দেশনা বুঝতে অক্ষম। ফলে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। দেশের সড়ক-মহাসড়কে এমন অনেক দুর্ঘটনা ঘটে, যেগুলোকে দুর্ঘটনা না বলে হত্যাকাণ্ডও বলা যায়। সড়ক দুর্ঘটনায় মূল্যবান প্রাণহানিকে শুধু দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়ার কোনো কারণও নেই। অনেক দুর্ঘটনাই চালকের ভুলে ঘটে থাকে। অনেক চালক রাত-দিন গাড়ি চালান। অত্যধিক ক্লান্তি এবং গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। আবার প্রতিযোগিতা করে গাড়ি চালানো, গাড়ি চালাতে চালাতে মোবাইল ফোনে কথা বলাসহ বহু অনিয়ম ঘটে রাস্তায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সঠিক গতিতে যানবাহন চলাচল না করাও সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। মহাসড়কে পথচারীর মৃত্যুর ঘটনা সবচেয়ে বেশি। এআরআইয়ের এক গবেষণা তথ্য বলছে, সব ধরনের সড়ক দুর্ঘটনার ৮৪ শতাংশ ঘটে অতিরিক্ত গতির কারণে। সোজা পথে দুর্ঘটনা ঘটে ৬৭ শতাংশ, বাকিটা সড়কের বাঁকে। সোজা পথে যানের গতিও থাকে বেশি। ওই গবেষণায় দেখা যায়, ৩০ কিলোমিটার গতির একটি যান যদি কোনো মানুষকে ধাক্কা দেয় তাহলে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে ৯৫ শতাংশ। এই গতি ৪০ হলে বাঁচার সম্ভাবনা থাকে ৪৫ শতাংশ। আর যানের গতি ৫০ কিলোমিটার হলে ধাক্কা লাগা ব্যক্তির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে মাত্র ৫ শতাংশ।

সড়ক দুর্ঘটনারোধে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরী। কারণ যখন একটি যানবাহন নিয়মের অতিরিক্ত গতিতে চলে তখন সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বেপরোয়া গতিই সড়ক দুর্ঘটনার বড় কারণ। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আইন দ্বারা যানবাহনের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলো যখন সবার জানা, তখন ব্যবস্থা নিতে দেরি কেন? সঠিক ব্যবস্থা নিলে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

-তরিকুল ইসলাম
অ্যাডভোকেসি অফিসার
(কমিউনিকেশন)
রোড সেইফটি গ্লোবাল,
স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (বাংলাদেশ)।